Vol. 36 | No. 2 | 1993

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

যুদ্ধ-ফেরৎ নজরুল ও তাঁর প্রথম কলকাতাবাস

Volume	36
Issue	2
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	এস. এম. লুৎফর রহমান
Published online	February 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v36i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v36i2.6
Pages	149-160
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

যুদ্ধ–ফেরৎ নজরুল ও তাঁর প্রথম কলকাতাবাস

এস. এম. লুৎফর রহ্‌মান

বর্তমান নিবন্ধে নজরুল ইসলাম করাচী থেকে কোলকাতায় ফিরে এসে, কার মেসে, কার বাসায় কোথায় কিভাবে এসে ওঠেন— সে-সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোচনা করা মুখ্য উদ্দেশ্য বিধায়, কবির সামরিক-জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে না। বক্ষ্যমাণ রচনায় তাই শুধু অনুসন্ধান করা হবে— যুদ্ধ শেষে বাঙালী রেজিমেন্ট ভেঙে দেয়ার পর কবি কখন, কোথা থেকে, কি ভাবে কোলকাতায় (বর্তমান ভারত) এসে কার আশ্রয় লাভ করেন। কারণ এ সম্পর্কে পরস্পর–বিরোধী মত প্রচলিত র'য়েছে। নজরুল-বন্ধু বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে, নজরুল ইসলাম যুদ্ধে যাবার পর একবার ছুটিতে আসেন এবং এক সপ্তাহ দেশে কাটিয়ে আবার ফিরে যান করাচী। তিনি সে–সময় হাওড়া স্টেশনে গিয়ে তাঁকে তুলে দিয়ে আসেন গাড়ীতে। এর এক মাস পর নাকি 'বাঙালী রেজিমেন্ট' ভেঙে দেয়া হয়। সে-সময় কবি–বন্ধুর নিকট "বেগুনী রঙের কালিতে লেখা উদ্বিগ্নতায় ভরা একখানি চিঠি'' এল। তাতে নজরুল লিখেছেন— তাঁদের পল্টন ভেঙে দেয়ার কথা। পল্টন ভেঙে দিলে তিনি শৈলজানন্দের আস্তানায় এসে উঠবেন ব'লেও নাকি জানান। এতে নাকি শৈলজানন্দ খুব খুশি হন। পত্রে তিনি নজরুল ইসলামকে নতুন ঠিকানা 'রামকান্ত বোস স্ট্রীট'–এর কথা লিখে জানান। অতঃপর শৈলজানন্দের ভাষায়— " শেষ পর্যন্ত এলো নজরুল। পল্টন ভেঙে দেওয়া হ'য়েছে। .... (নজরুল হ'লো) আমাদের হোস্টেলে 'অতিথি'। "কিন্তু" কয়েকদিনের মধ্যেই জানাজানি হয়ে গেল– "উনি মুসলমান"। তাই হোস্টেল সুপার– তাঁকে 'মেস'–ছাড়া ক'রবার জন্যে চাপ দিলেন শৈলজানন্দকে। বিষয়টি নজরুলও জেনে ফেললেন। ফলে তখন তিনি শৈলজানন্দকে সাথে নিয়ে কলেজ স্ট্রীট–এ মরহুম কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের বাসায় গিয়ে ওঠেন। শৈলজানন্দের ভাষায়—"৩২ কলেজ ষ্ট্রীটে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেব মহাসমাদরে অভ্যর্থনা কর'লেন নজরুলকে। তিনি যে তাঁরাই প্রতীক্ষায় ব'সেছিলেন।[১]

উল্লেখযোগ্য যে, কবি- বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় নজরুল-জীবনী সম্পর্কে যে-সব তথ্য উপহার দিয়েছেন তার অনেক-ই যে, সত্য নয়, তা 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা'য় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে দেখানো হ'য়েছে।[২] এজন্য তাঁর দেওয়া এ তথ্যটিও অসংকোচে গ্রহণ করা যায় না। বিশেষতঃ নজরুল ইসলামের অপর বন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এক-ই ঘটনার ভিন্ন রূপ বিবরণ দেওয়ায় মূল তথ্য সম্পর্কে সন্দেহ না জেগে পারে না।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় 'চলমান জীবন' ২য় পর্বে কবির কোলকাতা-আগমন ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের যে- বিবরণ দিয়েছেন তা হল- ১৩২৬ সালের পৌষ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে নজরুল ইসলামের ''আশায়" নামক একটি অনুবাদ-কবিতা প্রকাশের আট মাস পর নজরুল কোলকাতায় উপনীত হন এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য হাইকোর্টে যান। কিন্তু দেখা না হওয়ায়, চিরকুট রেখে আসেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় সেই চিরকুটে লেখা ঠিকানায়- ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ঘরে গিয়ে, নজরুল ইসলামের সঙ্গে দেখা করেন। প্রথম সাক্ষাৎকালে তিনি জিজ্ঞেস করেন-

" কবে এলে কলকাতায়? .... আর ক'দিন থাকবে?"

" এসেছি কাল, থাকব- যে ক'দিন তোমরা রাখ।"

" আমরা রাখি, মানে?"

" সে অনেক গল্প দাদা, এক দিনেই দু'বার বাসা বদল হ'য়ে গেছে।"

" ব্যাপারটা সব ব'লবে না?" আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম।..... অতঃপর বন্ধুকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা ক'রে নিজের হাতেই চা ঢেলে দিলেন নজরুল।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায়— ''চায়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, করাচী থেকে সোজা আসছ ক'লকাতায়? ''না, দাদা, বাড়িতে দু'দিন থেকে এসেছি। লেটুর গান লিখে ত আর দিন চ'লবে না, লেখাপড়াও শিখিনি যে, চাকরি খুঁজব। কাজেই বন্ধু-বান্ধব ভরসা। তবে ভয় হয়, তাদের ভরাডুবি না করি।"

''তাদের ভরাডুবি ক'রবে কেন? আমি প্রশ্ন ক'রলাম।

'আমি ক'রব কেন?' বললে, নজরুল, 'আমার বোঝায় নদীই যে গর্জে উঠেছে। শৈলজাকে তো মেস-ছাড়া হ'তে হ'ল।

'শৈলজা কে? আর সে মেস ছাড়লই বা কেন?"

'তা হ'লে শোন সব গল্প: ব'লে নজরুল, শৈলজানন্দ কর্তৃক পূর্ববর্ণিত ঘটনা নাকি বিবৃত করেন। তারপর জানান,- ''আগে থেকেই কথা ছিল, শৈলজার মেসে এসে উঠব। হাওড়া ষ্টেশন থেকে শৈলজা সঙ্গে ক'রে নিয়ে এল বাদুর বাগানের মেসে।"[৩] ইত্যাদি।

লক্ষণীয় যে, এক-ই ঘটনার বর্ণনা দু'বন্ধু দু'রকম লিখেছেন। শৈলজানন্দ লিখেছেন- নজরুল কোলকাতায় এসে সরাসরি তাঁর আস্তানায় গিয়ে ওঠেন। কিন্তু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, কবি সরাসরি কলকাতায় নেমে চুরুলিয়ার (বাড়ি) চ'লে যান এবং সেখানে দু'দিন কাটিয়ে কোলকাতায় ফিরে আসেন। তারপর, পূর্বকথা অনুযায়ী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাদুড় বাগান মেসে আশ্রয় নেন। শৈলজানন্দের বক্তব্য অনুযায়ী, ঐ মেসে কিছুদিন কাটাবার পর, তিনি মেসের সুপার-এর চাপে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের বাসায় এসে ওঠেন। আর পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন— একদিনে দু'বার মেস বদল করার পর-ই তিনি সে- মেস ছেড়ে আসতে বাধ্য হন। অপিচ্, শৈলজানন্দ লিখেছেন- নজরুল সরাসরি তাঁর মেসে গিয়ে উপনীত হন। পবিত্র লিখেছেন- শৈলজানন্দ তাঁকে হাওড়া স্টেশন থেকে সাথে ক'রে নিয়ে গিয়ে মেসে ওঠান। তাছাড়া প্রথম দিন অপর একটি কোন মেসে নজরুল ওঠেন -সে প্রশ্নও রয়েছে। এ সব পরস্পরবিরোধী তথ্যের কোনটি সঠিক, তা নির্ণয় করা দুরূহ। অধিকন্তু নজরুল ইসলামের অন্যান্য হিতৈষী ও বন্ধু-বান্ধব, এ বিষয়ে কি লিখেছেন- তাও জানা আবশ্যক।

যুদ্ধ-ফেরৎ কবি নজরুল ইসলামের করাচী থেকে কোলকাতা আগমন ও আশ্রয় গ্রহণ সম্পর্কে তাঁর অপর বন্ধু কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন- ''বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় ছাপানোর জন্যে নজরুল যখন প্রথম লেখা পাঠিয়েছিল (১৯১৮ সালে) তখন হ'তেই তার সঙ্গে আমার পত্র লেখালেখি শুরু হয়। আমি তার 'ব্যথার দান' গল্পটির একটি কথার পরিবর্তন করেছিলাম। এই সময় তার সঙ্গে আমার চিঠি-পত্রের পরিচয় চিঠি-পত্রের বন্ধুত্বে পরিণত হয়।........ অদেখা বন্ধুত্ব হ'লেও আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল। নজরুল ক্রমশঃ তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারও আমায় লেখা শুরু করেছিল। ৪৯ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেন্ট তুলে দেওয়ার কথাবার্তা চলছিল। রেজিমেন্ট উঠে গেলে নজরুল কোথায় যাবে, কি ক'রবে এই সব কথা আমাদের মধ্যে আলোচনা হ'তো। আমি তাকে লিখতুম আমার মতে তো বটেই, আরও অনেকের মতেও নজরুলের মধ্যে একটা বিরাট সাহিত্যিক সম্ভাবনা আছে। কলকাতার সাহিত্যিক পরিবেশেই তার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। কাজেই কলকাতায় থাকার সিদ্ধান্ত তার গ্রহণ করা উচিত। সে লিখত সে-সিদ্ধান্তই না হয় নিলুম, কিন্তু খাওয়ার-পরার কি উপায় হবে? জওয়াবে আমি তাকে লিখতেম, খাওয়া-পরার একটা ব্যবস্থা হবেই। ..... সে সময়ে আমার এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল নজরুলকে কলকাতার সাহিত্যিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা।"[৪]

উল্লেখযোগ্য যে, 'বেঙ্গলী রেজিমেন্ট' যেহেতু শিক্ষিত বাঙালীদের সৈন্যদল ছিল, সেজন্য করাচী এবং মেসোপটেমিয়ার মেকিনা, বাগদাদ প্রভৃতি স্থান থেকে বাঙ্গালী পল্টনের একাধিক ব্যক্তি গল্প, কবিতা, চিঠিপত্র ইত্যাদি লিখে সেকালের পত্র-পত্রিকায় পাঠাতেন। কাজেই কাজী নজরুল ইসলাম যদি ১৯১৮ সাল থেকে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র সঙ্গে যোগাযোগ করার সূত্রে, মরহুম মুজফ্‌ফর আহমদের সাথে চিঠি-পত্র লেখালেখি ক'রে থাকেন, তাহ'লে ঐ সময়কার একটা চিঠি পেলে অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান মিলত। কিন্তু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর দু'টো স্মৃতিকথার একটাতেও নজরুল-লিখিত ১৯১৮ সালের কোন পত্র প্রকাশ করেননি। আমার ধারণা ১৯১৮ নয়, ১৯১৯ সাল থেকেই লেখালেখির সূত্রে মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে নজরুল ইসলামে পত্রালাপ শুরু হয়। কারণ ১৯১৮ সাল ছিল ভয়ংকর যুদ্ধের বছর।

এরপর কিভাবে, কখন- কোথায় নজরুল ইসলামের সঙ্গে মুজফ্‌ফর আহমদের প্রথম দেখা হয়- সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন- ''বাঙালী পল্টন ভেঙে দেওয়ার কয়েক মাস আগে, ১৯১৯ সালের শেষ ভাগে, নজরুল ইসলাম পল্টন হ'তে একবার ছুটি পেয়েছিল। পল্টনে যোগ দেওয়ার পরে এটা ছিল তার প্রথম ছুটি। এই ছুটিতে নজরুল তার বাড়িতে (আসানসোল মহকুমার অধীন জামুরিয়া থানার) চুরুলিয়া গ্রামে গিয়েছিল। এই সময় সে কলকাতায়ও আসে এবং ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটে সাহিত্য সমিতির অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করে। এটা ছিল আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। নজরুলের সঙ্গে ছিলেন শ্রীযুত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়- তখনকার দিনে নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম। শৈলজানন্দ সে-সময়ে আপার চিৎপুর রোডে কোথায় একটা মেসে থাকতেন এবং মহারাজা কাশিমবাজারের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে শর্টহ্যান্ড টাইপরাইটিং শিখতেন। .... (অতঃপর) নজরুল ইসলামের সঙ্গে আমার কথাবার্তা স্থির হ'য়ে গেল যে, তাদের পল্টন ভেঙে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে সোজা কোলকাতায় এসে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিসে উঠবে।''[৫]

লক্ষণীয় যে, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—নজরুল পল্টন থেকে ছুটি পেয়ে প্রথম সরাসরি বাগ বাজারে তার ঠিকানায় এসে ওঠেন। কিন্তু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও মুজফ্‌ফর আহমদের বক্তব্য অনুযায়ী— তিনি আগে চুরুলিয়া যান এবং তারপর কোলকাতায় এসে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে ফিরে যান কর্মস্থানে। নজরুল ইসলাম পল্টন ভেঙে দেয়ার পর কোথায় উঠবেন, এ সময় সে-সম্পর্কে কোন আলোচনা ক'রেছেন ব'লে শৈলজানন্দ জানান নি। কিন্তু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ জানাচ্ছেন, এই

ছুটিতে এসেই কবি, মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে ঠিক করেন যে, তিনি পল্টন ভেঙে দিলে, 'সোজা কোলকাতায় এসে বঙ্গীয় মুসলামান সাহিত্যে সমিতির অফিসে উঠবেন'।

উল্লেখযোগ্য 'বাঙালী পল্টন' ছিল একটি যুদ্ধকালীন সৈন্যদল। যুদ্ধের স্থায়িত্ব-ই ছিল এ ধরনের অন্যান্য পল্টন-এরও স্থায়িত্বকাল। তাই যুদ্ধ শেষ হবার পর যেমন 'বাঙালী পল্টন' ভেঙে দেওয়া হয়, তেমনি ''অযোধ্যা পল্টন" ও অন্যান্য পল্টনও বিলোপ করা হয়। এ জন্য ছুটিতে এসে কবি যদি কোথায় থাকবেন সে চিন্তা-ভাবনা ক'রে থাকেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, নজরুল যখন ছুটিতে আসেন, তখন সম্ভবতঃ এ সব বিষয়ে আলোচনা হয়নি। কারণ তখনও পল্টন ভেঙে দেবার কথা ওঠেনি। বাঙালী পল্টন ভেঙে দেয়া হয়— ১৯২০ সালে। নজরুল ছুটিতে এসেছিলেন যতদূর সম্ভব ১৯১৯-এ। ১৯২০ সালের প্রথম দিকে যখন পল্টন ভেঙে দেবার সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়— কবি তখন করাচীতে।

সূত্রান্তর থেকে জানা যায়, সে-খবর পেয়ে তিনি প্রথম চিঠি লেখেন— কবি মোজাম্মেল হককে। সবাই জানেন মোজাম্মেল হক ছিলেন- 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র সম্পাদক এবং 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা। লেখা পাঠাবার সূত্রে, কবি নজরুল ইসলামের সঙ্গে কবি মোজাম্মেল হকের অনেক আগেই যোগাযোগ হ'য়েছিল। তাই স্মৃতিচারণা ক'রতে গিয়ে মোজাম্মেল হক লিখেছেন- ''করাচীর সেনানিবাস যখন ভেঙে দেওয়া হয়, তখন কাজী নজরুল ইসলাম আমাকে পত্র লেখেন," "আমাদের সেনানিবাস ভেঙে দেওয়া হ'য়েছে। আমি বাঁধনহারা, আমার কোন ঠিকঠিকানা নাই। কোথায় যাব। কিছুই ঠিক ক'রতে পারছি না।"

পত্রোত্তরে আমি জানাইলাম, "আপনি করাচী হইতে সোজা কলিকা-তার ৩২নং কলেজ স্ট্রীটের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির আপিসে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে আমার একটি বিশ্রামের কামরা আছে। সেখানে আপনাকে থাকিতে দিব।"[৬]

এসব বক্তব্য পাশাপাশি রেখে চোখ বুলোলে দেখা যায়, 'বেঙ্গলী পল্টন' ভেঙে দিলে নজরুল কোলকাতায় কোথায় গিয়ে কার কাছে উঠবেন, সে-সম্পর্কে কবির তিন বন্ধু তিন রকম দাবি ক'রেছেন। শৈলজানন্দ দাবি ক'রেছেন- কবি করাচী থেকে পত্র মারফত তাঁর কাছে কোলকাতায় কোথায় কি ভাবে থাকবেন, তা জানতে চাইলে তিনি লেখেন যে, তাঁর সঙ্গে মেসে থাকতে পারবেন। অতত্রব, তিনি যেন তাঁর ঠিকানায় চ'লে

আসেন। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন– ঐ রকম পত্র লেখা ও পরামর্শ দান গ্রহণ তাঁর সঙ্গেই হ'য়েছিল।আর মরহুম মোজাম্মেল হক–এর বিবরণ অনুযায়ী ঐ ধরনের পরামর্শ দান–গ্রহণ তাঁর সঙ্গেই নজরুল করেন। কিন্তু এসব দাবী প্রতি–দাবীর সপক্ষে কেউ-ই কবির একটা চিঠিও হাজির ক'রতে সমর্থ হননি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আরও লক্ষণীয় যে, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ পরবর্তীকালে, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নজরুল–বিষয়ক স্মৃতিকথা প্রকাশের পর, তার সঙ্গে সমতা রাখার উদ্দেশ্যে নিজের বক্তব্যের বদল ঘটিয়েছেন। তিনি লিখেছেন– "আমি আমার "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে" নামক পুস্তকে লিখেছি, আগেকার কথামত নজরুল তাঁর গাঁটরী–বোচ্‌কা নিয়ে সোজা ৩২, কলেজ স্ট্রীটে সাহিত্য সমিতির অফিসে এসে উঠল। এখন এত বছর পর দেখতে পাচ্ছি কথাটা পুরো সত্য নয়, আধা সত্য মাত্র। নজরুল ইসলাম রেলওয়ে ষ্টেশন হতে সোজাসুজি ৩২, কলেজ স্ট্রীটে সাহিত্য সমিতির অফিসে চলে আসেনি.... (সে) কলকাতায় এসে প্রথমে রামকান্ত বোস স্ট্রীটে শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বোর্ডিং হাউসে এসে উঠেছিল।"[৭]

উল্লেখযোগ্য মোজাম্মেল হক তখনও তাঁর স্মৃতিকথা লেখেন নি। আরও বলা আবশ্যক, মুজফ্‌ফর আহমদ ১৯৫৯ সালে লিখিত স্মৃতিকথায় শুধু করাচী থেকে নজরুল ইসলামের কোলকাতায় ৩২ নং বাড়িতে এসে ওঠার কথা লেখেন নি। আরও অনেক কথা লিখেছেন। তাঁর লেখা এ–সম্পর্কীয় গোটা বিবরণটা নিম্নরূপ–

> ১৯২০ সালের শুরুর দিকে (কি মাস তা আমার মনে নেই) নজরুলদের পল্টন ভেঙে দেওয়া হলো। আগেকার কথা মতো নজরুল তার গাঁটরি–বোচকা নিয়ে সোজা ৩২, কলেজ স্ট্রীটে সাহিত্য সমিতির অফিসে এসে উঠল। এখানে থাকার জায়গা ছিল। সাহিত্য সমিতির একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে আফ্‌জালুল হক সাহেব থাকতেন। ..... আমিও সাহিত্য সমিতির অফিসে আগে হ'তে থাকতাম। নজরুল যেদিন এসে পৌছাল সেদিন রাতেই আমাদের অনুরোধ সে গান গেয়ে আমাদের শোনাল। .. (গানটি) "পিয়া বিনা মোর হিয়া না মানে বদ্‌রী ছাইরে।" .... কৌতূহলের বশে নজরুলের গাঁটরি–বোচকাগুলি আমরা খুলে দেখলাম। তাতে তার লেপ– তোশক ও পোশাক–পরিচ্ছদ ছিল। সৈনিক পোশাক তো ছিলই, আর ছিল শিরওয়ানি, ট্রাউজার্স ও কালো উঁচু টুপি যা তখনকার দিনে করাচীর লোকেরা পরতেন। তাছাড়া ছিল একটা দিগ্‌দর্শন যন্ত্র (বাইনোকুলার), কবিতার খাতা, গল্পের খাতা, পুঁথি–পুস্তক, মাসিক পত্রিকা এবং রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি, ইত্যাদি। পুস্তকগুলি মধ্যে ইরানের মহাকবি হাফিজের ''দিওয়ান্‌"– এর

একখানা ভালো সংস্করণ ("দিওয়ান-ই- হাফিজ) ছিল। এই কাব্যগ্রন্থে মূল পারসীর নীচে উর্দু তরজমাও দেওয়া ছিল। এই গ্রন্থ হ'তেই পরে "নূর লাইব্রেরীর" মালিক মঈনুদ্দীন হোসায়ন ও আমার অনুরোধে নজরুল হাফিজের সেই কবিতাটি যার প্রথম পংক্তি হ'চ্ছে-" ইউসুফ-ই-গুমগশ্‌তা বাজ আইয়েদ ব-কিনআন গম্ মখুব-" এর বাঙলায় তরজমা ক'রেছিলেন। .... (অতঃপর) কলকাতায় দু'দিন থাকার পরে নজরুল ইসলাম তার জিনিস-পত্র কলকাতায় রেখে চুরুলিয়া গ্রামে তার নিজের বাড়িতে যায়। যতটা মনে পড়ে সে ৭/৮ দিন সেখানে ছিল। সে-সময়ে কি একটা মান-অভিমানের ব্যাপার সেখানে ঘটেছিল। তার পরে সে আর কখনও তার বাড়িতে যায়নি। .... (এরপর) চুরুলিয়া হ'তে কলকাতা ফেরার পথে নজরুল ইসলাম বর্ধমানে নেমে গিয়ে সেখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসে সব-রেজিষ্ট্রাবের চাকরির জন্যে একখানা দরখাস্ত দিয়ে আসে। যে-সব লেখা-পড়া জানা লোক পল্টনে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের নানান রকম চাকরিতে নিযুক্ত করা হচ্ছিল। .... তাঁর সব-রেজিষ্টারের চাকরি হওয়া খুবই সম্ভব ব্যাপার ছিল। কলকাতায় আমাদের অফিসের ঠিকানায় এই চাকরির জন্যে মুলাকাত (Interview) করার পত্রও নজরুলের নামে এসে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা সকলে মিলে তাকে মুলাকাত করতে যেতে দিইনি। আমরা তাকে বুঝিয়েছিলাম যে, সব-রেজিষ্টারের চাকরি হ'লে কোথায় কোন গ্রামে তাকে পড়ে থাকতে হবে তার ঠিক নেই। তাতে তার সাহিত্যিক প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাবে। অনেকের ধারণা যে, নজরুলের নামে চাকরির নিয়োগপত্র এসে গিয়েছিল এবং সে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। একথা ঠিক নয়।" ৮

এখানেই শেষ নয়। মোজ্জাম্মেল হক ঐ রচনায় আরও লিখেছেন-"হ্যাঁ, নজরুল তো এসে "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি"র অফিসে উঠল, কিন্তু তারপরে আমাদের কি অবস্থা হলো তা এখনও বলিনি। ধরতে গেলে এক রকম আক্রমণই শুরু হয়ে গেল আমাদের ওই বাড়িটির ওপরে। বহুল সংখ্যায় বাঙালী পল্টনের সৈনিকেরা সে- বাড়িতে আসছিলেন ও চলে যাচ্ছিলেন। আমরা সাহিত্য-সমিতির লোকেরা বসবার-দাঁড়াবার স্থান পর্যন্ত পাচ্ছিলাম না। তখন ওই সৈনিকদের মুখে শুনেছিলেম যে, বেঙ্গলী রেজিমেন্টের সাত হাজার সৈনিকের প্রত্যেকই পল্টনের দু'জন সৈনিককে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন। তাঁদের একজন হচ্ছেন কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার নজরুল ইসলাম এবং অপরজন জমাদার শম্ভু রায়।"৯

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের পরবর্তী বক্তব্য অনুযায়ী, নজরুলের কোলকাতায় প্রথম 'সাহিত্য সমিতির অফিস ঘরে এসে ওঠা যদি সত্য না হয়- তাহ'লে তিনি এত যে বিবরণ দিয়েছেন - তা নিশ্চয় মিথ্যা এবং কল্পনা-প্রসূত

ব'লে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই সমীচীন। কিন্তু সে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে চিন্তা করা দরকার মুজফ্ফর আহ্মদ " এখন এত বছর পর দেখতে পাচ্ছি" ব'লে যে তথ্য দিয়েছেন, সেটি কি? তিনি কি ভাবে কোন্ সূত্রে, কি দেখতে পেয়েছেন? শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বই প'ড়ে? অর্থাৎ ১৯৫৯ সালে তাঁর যে স্মৃতিশক্তি ছিল, ১৯৬৭ সালে তা অত্যন্ত ক্ষয় লাভ করে। ফলে ঐ সময় (১৯৫৯) কবি প্রথম রাতে যে- গান শোনান তার প্রথম কলি মনে ক'রতে পারলেও, '৬৭ সালে তা ভুলে যান। সে-সময় ১৯৫৯-এ তিনি নজরুলের গাঁটরি-বোচকা খুলে তার মধ্যে কবির কোন রঙের কি কি পোশাক-আশাক, খাতা, বই , কার গানের স্বরলিপি, হাফিজের কোন সংস্করণের 'দিওয়ান'- তার মধ্যে মুদ্রিত ফার্সী ও উর্দু- উভয় ভাষার উপস্থিতি, পর্যন্ত মনে আনতে সমর্থ হ'লেও ১৯৬৭ সালে এসব একেবারে ভুলে যান। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিসে তাঁর আগমনের ফলে কিছুদিন বহু সংখ্যক বাঙালী পল্টন-ফেরৎ সৈনিকরা আসতেন, সে-সব জীবন্ত-স্মৃতির আর কিছুই তখন অবশিষ্ট ছিল না তাঁর মানসপটে।

মুজফ্ফর আহ্মদ তাই ১৯৫৯ সালে লেখা তাঁর 'স্মৃতিকথা' প্রত্যাখ্যান ক'রলেও ১৯৬৯ সালে লিখিত কবি মোজাম্মেল হক-এর 'স্মৃতিকথা'র সঙ্গে তার যথেষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এজন্য ঐ স্মৃতিকথা নজরুল-গবেষকগণের পক্ষে উড়িয়ে দেওয়া সমীচীন নয়।

মুজফ্ফর আহ্মদ ও মোজাম্মেল হক-এর বক্তব্য থেকে বোঝা যায়- নজরুল ইসলাম করাচী থেকে প্রথম কোলকাতায় এসে 'সাহিত্য সমিতি'র অফিস ঘরেই ওঠেন। অন্যত্র নয়। তখন সেখানে একটি কক্ষে আফ্জালুল হক থাকতেন। মুজফ্ফর আহমদ ঐ সময় 'স্মিথ লেনের বাসায় থাকতেন"[১০] ব'লে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ ক'রেছেন। মুজফ্ফর আহ্মদ তখন 'সাহিত্য সমিতি'র অফিসেই থাকতেন। মরহুম মোজাম্মেল হক সে-সম্পর্কে তার 'স্মৃতি-কথা'য় কিছু উল্লেখ না ক'রলেও পরবর্তীকালে জনাব ড. আলী নওয়াজ-এর নিকট টেপরেকর্ডারে প্রদত্ত বক্তব্যে তা ব'লেছেন।[১১] তিনি তখন ওখানে ছিলেন ব'লেই ১৯৫৯ সালে স্মৃতিকথায়, নজরুল ইসলামের আগমনকে অমন জীবন্ত ভাবে বর্ণনা ক'রতে পেরেছেন। এক-ই রকম জীবন্ত এবং অপেক্ষাকৃত বিশদ বর্ণনা মোজাম্মেল হকের 'স্মৃতি-কথা'য়ও লক্ষণীয়। তিনি নজরুলের আগমনের প্রথম দিনের কাহিনী বর্ণনা করে লিখেছেন-''এই সময় কবি নজরুল ইসলাম ১০ জন সৈনিক ও তাঁহাদের কীটব্যাগসহ সাহিত্য-সমিতির আপিসে আসিয়া হাজির হন। তাঁহারা তাঁহাদের মালপত্রাদি দিয়া সাহিত্য সমিতির পাঠাগার বোঝাই করিয়া ফেলেন। ইহা দেখিয়া আমি কাজী নজরুল ইসলামকে বলিলাম : 'কাজী সাহেব, আপনি এসব কি করিয়াছেন।

আপনাকে একা আসিতে লিখিলাম, আপনি এতগুলি লোক লইয়া আসিয়া আমার পাঠাগার বন্ধ করিয়া দিলেন। 'তিনি উত্তরে বলিলেন, "ভয় পাবেন না, এরা আমার বন্ধু। দু'একদিন পর ওরা সবাই যাবে। একা আমি থাকব।"

.... সেই সুযোগে আফজালুল হক কাজী নজরুল ইসলামকে লুফিয়া লইয়া গেলেন এবং তাঁহার কামরায় তাঁহার চৌকিতে থাকিতে দিলেন। নজরুল ইসলামের ছাদফাটা হাসি, রাতদিন হারমোনিয়াম বাজানো এবং গান ও নাচাকুঁদা শুরু হইয়া গেল। সে কি ভীষণ ব্যাপার। যেন প্রতিদিনি ভূমিকম্প হইতে লাগিল। বাড়ির মালিক ডা. আর. কে. শীল খবর পাঠাইয়া আমাকে তাহার নিকট আনাইলেন এবং বলিলেন: 'কবি সাহেব, আমরা হিন্দু, আমরা গান-বাজনা ভালবাসি। আপনাকে সাহিত্য সমিতির পাঠাগারে জন্য দোতালা ভাড়া দিয়াছি বটে, তাই ব'লে দিবারাত্রি সারাক্ষণ নৃত্যগীত, হাসি-হুল্লোড়ের অসহ্য তুফান সহ্য করিবার জন্য দিই নাই। আমরা অতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছি। এখন কি করিবেন বলেন। এবং ঐ লোকটি কে?"

আমি বলিলাম: হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম, প্রাক্তন সৈনিক এবং কবি ও সাহিত্যিক বলিয়া তাহাকে আমি সাহিত্য সমিতির আপিসে স্থান দিয়াছি। তিনি বলিলেন, ''তাতো হোল। কিন্তু তাঁকে না থামাইলে আমরা তো এই বাড়িতে বাস করিতে পারিব না। আর কি করিবেন বলুন।"

আমি উত্তরে বলিলাম: ''আমি তাঁকেএরকম নাচাকুঁদা ও হারমোনিয়াম সব সময় বাজাইতে নিষেধ করিয়া দিব। আপনার কোন চিন্তা নাই।"

আমি কাজী নজরুল ইসলামকে বলিলাম, ''ভাই কাজী সাহেব, হিন্দুরা মুসলমানকে বাড়ি ভাড়া দেয় না। আমি বহু ঘুরাঘুরি করিয়া সাহিত্য সমিতির জন্য হিন্দুদের নিকট হইতে বাড়ি ভাড়া পাই নাই। ডা: আর. কে. শীল নানা শর্তে আমাকে আবদ্ধ করিয়া কেবলমাত্র সাহিত্য সমিতির পাঠাগারের জন্য এই দু'টি কামরা ভাড়া দিয়াছেন। আপনি দয়া করিয়া সারাক্ষণ হারমোনিয়াম বাজানো এবং নাচাকুঁদা হৈ-হুল্লোড় করিয়া আমার সাহিত্য সমিতির ক্ষতি করিবেন না।

উত্তরে কাজী নজরুল ইসলাম বলিলেন, ''আপনি মাসিক ভাড়া দিয়া এ বাড়ি ভাড়া করেন নাই? আপনাকে কি ক'রে তাড়ায় আমি দেখব। আপনাকে ব'লে রাখি, অদ্য হইতে ডবল নাচাকুঁদা ও ডবল হারমোনিয়াম বাজবে। দেখি আর. কে. শীল কি ক'রে তাড়ায়। "

বাস্তবিকই সেই সময় হইতেই ডবল নাচাকুঁদা ও ডবল হারমোনিয়াম ও হৈ-হুল্লোড় আমার সামনেই শুরু করিয়া দিল।

ডা. আর. কে. শীল দুই-তিন দিন পর পুনরায় আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন: ''ব্যাপার কি কবি সাহেব? আপনাকে বলার পর হইতেই হৈ-হুল্লোড়, গান-বাজনা ও নাচাকুঁদা যে শতগুণ বাড়িয়া গেল।"

আমি কহিলাম: ডাক্তার বাবু, আপনি আমাকে মাফ্ করিবেন। এটি একটি অদ্ভুত জীব। আমি বারণ করার পর সে বলিল, 'আজ হইতে ডবল হইবে। দেখি কি ক'রে তাড়ায়?"[১২] এ স্মৃতি-কথা রচনায় অনেক পরে ১৯৮৮তে ড. আলী নওয়াজকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারের সময়ও মোজাম্মেল হক এক-ই বক্তব্য উপস্থাপন ক'রেছেন। দীর্ঘ দিনের ব্যবধানেও তাঁর স্মৃতিকথার মধ্যে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষণীয় নয়। বরং তাঁর ঐ সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে ড. আলী নওয়াজ-লিখিত নিবন্ধে অপেক্ষাকৃত বিশদ তথ্য লাভ করা যায়। অধিকন্তু ঐ সাক্ষাৎকারে থেকে জানা যায়— তখন মুজফ্ফর আহ্মদও সাহিত্য সমিতির পাঠকক্ষে মেঝেয় বিছানা পেতে রাত্রি যাপন ক'রতেন। ড. নওয়াজ-এর ভাষায়— ''মুজফ্ফর আহমদ তখন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির পাঠাগারের কামরাতেই ঘুমান। কিছুকাল মোজাম্মেল হকের সঙ্গেই আহার গ্রহণ ক'রতেন। এ সময় ইনি একজন খাঁটি বিপ্লবীর মতোই জীবন-যাপন ক'রতেন— পাঠাগারের মেঝেতে একটি সামান্য বিছানা পেতে তাতেই ঘুমোতেন— দিনের বেলায় তা গুটিয়ে আলমারির পিছে কি নিচে রেখে দেয়া হতো।"[১৩] অতএব, সে সময় নজরুল ইসলাম যার চৌকিতে স্থান পেয়েছিলেন, তিনি আফ্জালুল হক-ই; মুজফ্ফর আহ্মদের নয়। এ ক্ষেত্রে মোজাম্মেল হকের বক্তব্যই সঠিক। বাসস্থানের ভাড়া-সূত্রে মালিকও ছিলেন- মোজাম্মেল হক-ই, মুফাফ্ফর আহ্মদ নন। এবার দেখা যাক, জীবনের ঐ পর্ব সম্পর্কে কবি স্বয়ং কোথাও কিছু প্রত্যক্ষ ভাবে ব'লেছেন কি না।

অনুসন্ধান ক'রলে জানা যায়, কবি ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির রজত-জুবিলী উৎসব-অনুষ্ঠানের সভাপতি রূপে প্রদত্ত তাঁর জীবনের শেষ ভাষণে ব'লেছেন- ''বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির সাথে আমার যোগাযোগ বহু দিনের। কয়েকজন বন্ধুর আহ্বানে আমি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির আড্ডায় আশ্রয় নিই। এখানে আমি বন্ধু রূপে পাই মি. মুজফ্ফর আহ্মদ, মি. আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ সাহিত্যিক বন্ধুগণকে।......

যাক, সেদিন যদি সাহিত্য সমিতি আমাকে আশ্রয় না দিত. তবে হয়তো কোথায় ভেসে যেতাম, তা আমি জানি না। এই ভালবাসার বন্ধনেই আমি প্রথম নীড় বেঁধেছিলাম, এ আশ্রয় না পেলে- আমার কবি-হওয়া সম্ভব হ'ত কি না, আমার জানা নেই।" [১৪]

কবি এ অভিভাষণে যদিও মরহুম মোজাম্মেল হক ও আফজালুল হক প্রভৃতির নামোল্লেখ করেননি, তথাপি তাঁদের সাহচর্যের সাহিত্য সমিতির অফিস ঘর ঝিল, এর প্রতিষ্ঠাতা মোজাম্মেল হক-এরই অধিকারে। অতএব মোজাম্মেল হক-ই যে কবিকে সেই দুঃসময়ে আশ্রয় ও বাসস্থান দিয়েছিলেন—তা সত্য।

বস্তুতঃ পক্ষে কবি মোজাম্মেল হক- এর বর্ণনা ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যয়ের বিবরণ পাঠ ক'রলে উভয়ের মধ্যে একটি ব্যবধান লক্ষ করা যায় সহজেই। প্রথম ব্যক্তির প্রদত্ত বিবরণ যতটা জীবন্ত ও কৃত্রিম বোধ হয়, দ্বিতীয় ব্যক্তির বর্ণনার মধ্যে সেই সজীবনতাও অকৃত্রিমতা লাভ করা যায় না। কবি নিজেও শৈলজানন্দের মেসে ওঠার কথা কোথাও বলেননি।

শৈলজানন্দ ও তাঁর অনুসারীদের বক্তব্য পাঠ ক'রলে দেখা যায়, কবি নজরুল ইসলাম করাচী থেকে যেন একা এসে কোলকাতায় শৈল বাবুর মেসে ওঠেন। তখন কবির সঙ্গে তার কোন বন্ধু-বান্ধব ছিল না, 'কীট ব্যাগাদি' ছিল না। নজরুলের সেই ছাদ ফাটানো হাসি, হৈ- হুল্লোড়ের কিছুমাত্র উল্লেখ শৈল বাবুর লেখায় নেই। বরং হিন্দু-মেসে মুসলমান হিসেবে ঢুকে পড়ার পর, ধরা প'ড়ে যাবার একটা অপরাধ বোধ থেকেই যেন নজরুল মেস থেকে চুপিসারে স'রে পড়েন। কিন্তু নজরুল যে তেমন প্রকৃতির লোক ছিলেন না, তা মোজাম্মেল হকের বর্ণনা থেকে জানা যায়। এটা খুব-ই স্বাভাবিক যে, পল্টন ভেঙে দেবার পর নজরুল ইসলাম করাচী থেকে কোলকাতায় আসেন সদলবলে। অমন প্রাণোচ্ছল এবং মজলিশী মানুষের সঙ্গে একদল বন্ধুবান্ধব থাকাই স্বাভাবিক। ছিলও তাই। তারপর নজরুলের ঐ সব সৈনিক-বন্ধু দু' একদিন সাহিত্য-সমিতির অফিসে কাটিয়ে যার যার ঘরের দিকে চ'লে যাবেন— মোজাম্মেল হক-প্রদত্ত এ তথ্য স্বাভাবিক। মুজফ্‌ফর আহমদের একথাও গ্রহণযোগ্য যে, ঐ সব সৈনিকের যারা কোলকাতায় থেকে যান বা কলকাতা শহরেই যাদের বাসস্থান ছিল, তাঁরা নজরুলের টানে সাহিত্য সমিতির অফিসে এসে প্রত্যহ ভীড় জমাবেন বা জমাতেন। এসব কারণে, মরহুম মোজাম্মেল হক ও কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমদের ১৯৫৯ সালের বিবরণ যুগপৎ মিলিয়ে নেওয়াই আবশ্যক। তা হ'লেই যুদ্ধফেরৎ কবির যুদ্ধান্তে করাচী থেকে কোলকাতায় আগমন ও তাঁর তখনকার অবস্থার সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে। অন্যথায় নয়। এ-সম্পর্কে কবির নিজস্ব বক্তব্যের পূর্বতন উদ্ধৃতি আসলের উপর খানিক ফাউ।

তথ্যনির্দেশ

১. দ্রষ্টব্য, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়: *আমার বন্ধু নজরুল* (কলিকাতা, ১৯৬৮), পৃষ্ঠা ২২৪–২৭

২. দ্রষ্টব্য, এস. এম. লুৎফর রহমান: নজরুল–বন্ধু শৈলজানন্দের স্মৃতিকথা, *নজরুল একাডেমী পত্রিকা,* (নব পর্যায়ের ৮ম সংখ্যা, বসন্ত–১৩৯৭), পৃষ্ঠা ৮৫–১০৫

৩. দ্রষ্টব্য, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়: *চলমান জীবন* (২য় পর্ব), (কলিকাতা, ১৩৬১), পৃষ্ঠা ৬৩–৬৫

৪. দ্রষ্টব্য, মুজফ্ফর আহ্মদ: *কাজী নজরুল প্রসঙ্গে* (কলিকাতা, ১৯৫৯), পৃষ্ঠা ১১

৫. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২

৬. দ্রষ্টব্য, মোজাম্মেল হক: নজরুল ইসলাম ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য–সমিতি, *নজরুল একাডেমী পত্রিকা,* (১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, শরৎ–১৩৭৬), পৃষ্ঠা ৮২–৮৩

৭. মুজফ্ফর আহ্মদ: *কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা* (কলিকাতা, ১৯৬৭), পৃষ্ঠা ৪২

৮. মুজফ্ফর আহ্মদ: *কা. ন. প্র.,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩–১৫

৯. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫

১০. দ্রষ্টব্য, উদ্ধৃতি, রফিকুল ইসলাম: *নজরুল– জীবনী* (ঢাকা, ১৯৭২), পৃষ্ঠা ৮১

১১. দ্রষ্টব্য, আলী নওয়াজ: যুদ্ধ–ফেরৃতা নজরুল, কবি মোজাম্মেল হক ও কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ, *নজরুল একাডেমী পত্রিকা* (নব পর্যায়, ৫ম সংখ্যা, গ্রীষ্ম–বর্ষা–১৩৯৫), পৃষ্ঠা ৯৯

১২. মোজাম্মেল হক : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮৩–৮৪

১৩. আলী নওয়াজ: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৯

১৪. দ্রষ্টব্য, আবদুল কাদির: *নজরুল রচনা–সম্ভার,* (ঢাকা, ১৯৬১), পৃষ্ঠা ১৪৬